কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০২৯.১৭.৯৫

তারিখ : ০১ শ্রাবণ ১৪২৭ / ১৬ জুলাই ২০২০

প্রাপকঃ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : ২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ মৌসুমে সম্ভাব্য বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ জেলাসমূহের কৃষকের জমিতে কমিউনিটি ভিত্তিক রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন এবং ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের নিমিত্ত ২১৪.৮৯৭৫০ লক্ষ টাকা (দুই কোটি চৌদ্দ লক্ষ উননব্বই হাজার সাত শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির অর্থ ছাড়করণ ও অগ্রিম উত্তোলন সংক্রান্ত।

মহোদয়,

২০২০-২১ অর্থ বছরে চলতি রোপা আমন/২০২০-২১ মৌসুমে সম্ভাব্য বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ জেলাসমূহে কৃষকের জমিতে কমিউনিটি ভিত্তিক রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন এবং ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের নিমিত্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা (কোড নং ১২০০০৬৫০৫)' খাতে মোট ৩০০০০ লক্ষ (তিনশত কোটি) টাকা বরাদ্দ হতে ২১৪.৮৯৭৫০ লক্ষ টাকা (দুই কোটি চৌদ্দ লক্ষ উননব্বই হাজার সাত শত পঞ্চাশ টাকা) টাকা ০৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিভাজন অনুযায়ী ৩৩ টি জেলার জেলা প্রশাসক ও কৃষি **পুনর্বাসন** বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির অনুকূলে ৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তাবলীর আলোকে ব্যয় করার জন্য এতদ্দারা ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও জেলা কৃষি **পুনর্বাসন** বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি এ অর্থ ব্যয়ে এতদসঙ্গে সংযুক্ত **প্রণোদনা** কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি, যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান এবং ৮ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।

০২। **এক নজরে পুনর্বাসন কর্মসূচি:**

প্রাক্কলিত আর্থিক ব্যয়: ২১৪.৮৯৭৫০ লক্ষ টাকা (দুই কোটি চৌদ্দ লক্ষ উননব্বই হাজার সাত শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)।

- প্রস্তাবিত রোপা আমন বীজতলা তৈরির পরিমাণ: ৫২৭.৫০ (পাঁচশত সাড়ে সাতাশ) একর।
- উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা: ৩৫১৬৬ (পঁয়ত্রিশ হাজার একশত ছেষট্টি) জন।
- রোপা আমনের যে জাতের বীজতলা ও চারা তৈরি করা হবে: বিআর ২২, বিআর ২৩, নাইজারশাইল, বিনাশাইল।
- **কর্মসূচির আওতাভূক্ত জেলা:** ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, চাঁদপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নওগাঁ, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, ফরিদপুর, মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, শরিয়তপুর= মোট ৩৩ জেলা।

১/৭

০৩। প্রতি একর জমিতে রোপা আমন বীজতলা তৈরির খরচ:

সারণী-১

ডিএই এর তত্ত্বাবধানে প্রতি একর জমিতে ব্যয় (টাকা)			
ক্রমিক নং	বিষয় বিবরণী	প্রতি একরে ব্যয় (টাকা) প্রত্যায়িত বীজ	প্রতি একরে ব্যয় (টাকা) ভিত্তি বীজ
১	বীজ বাবদ ব্যয় (প্রতি কেজি ৪০ টাকা)	১২০০০.০০	১৪৪০০.০০
২	জমির মালিককে প্রদেয় ভাড়া	৫০০০.০০	৫০০০.০০
৩	জমি চাষ	৬০০০.০০	৬০০০.০০
৪	বেড তৈরি (১০ জন শ্রমিক ৫০০ টাকা হারে)	৫০০০.০০	৫০০০.০০
৫	বীজ বপন (৪ জন শ্রমিক ৫০০ টাকা হারে)	২০০০.০০	২০০০.০০
৬	সার ও আনুসাঙ্গিক	২০০০.০০	২০০০.০০
৭	চারা উত্তোলন, লোডিং ও আনলোডিং (১৫ জন শ্রমিক ৫০০ টাকা হারে)	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০
৮	অন্যান্য (আনুসঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়)	১০০০.০০	১০০০.০০
৯	প্রতি একর জমিতে মোট খরচ	৪০৫০০.০০	৪২৯০০.০০
প্রত্যায়িত বীজের ৪৭৫.০০ একরের জন্য মোট খরচ		১৯২৩৭৫০০.০০	০.০০
ভিত্তি বীজের ৫২.৫ একরের জন্য মোট খরচ		০.০০	২২৫২২৫০.০০
মোট ৫২৭.৫০ একরের বীজতলার জন্য খরচ (লক্ষ টাকা)			২১৪.৮৯৭৫০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

* প্রতি শতক বীজতলা তৈরির জন্য ৩ (তিন) কেজি বীজ ধরা হয়েছে।
* প্রতি কেজি প্রত্যায়িত বীজের (বিআর-২২ ও বিআর-২৩) ক্রয়মূল্য ৪০/- (চল্লিশ টাকা) টাকা ।
* প্রতি কেজি ভিত্তি বীজের (বিনাশাইল ও নাইজারশাইল) ক্রয়মূল্য ৪৮/- (আটচল্লিশ টাকা) টাকা ।
* ১.৫০ (দেড় শতক) জমির চারা একজন কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হবে।

বীজ তলা তৈরির জন্য ৫২৭.৫০ একর জমিতে মোট খরচ ২১৪.৮৯৭৫০ লক্ষ (দুই কোটি চৌদ্দ লক্ষ উননব্বই হাজার সাত শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

০৪। জেলা ও জাতওয়ারী বীজতলা তৈরির পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় বীজের পরিমাণ :

সারণী-২

ক্রমিক নং	জেলার নাম	জেলাওয়ারী	জাতওয়ারী বীজতলা তৈরির পরিকল্পনা (একর)	বীজের চাহিদা (কেজি)
১	ঢাকা	বিআর ২২	১.০০	৩০০
২	গাজীপুর	বিআর ২২	৩.০০	৯০০
৩	মানিকগঞ্জ	বিআর ২৩	৬.০০	১৮০০
৪	টাংগাইল	নাজিরশাইল	১০.০০	৩০০০
		বিনাশাইল	১০.০০	৩০০০
৫	কিশোরগঞ্জ	বিআর ২২	২.০০	৬০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	জেলাওয়ারী	জাতওয়ারী বীজতলা তৈরির পরিকল্পনা (একর)	বীজের চাহিদা (কেজি)
৬	ময়মনসিংহ	বিআর ২২	৯.০০	২৭০০
		বিআর ২৩	৬.০০	১৮০০
৭	জামালপুর	বিআর ২২	৪০.০০	১২০০০
		বিআর ২৩	৩০.০০	৯০০০
৮	শেরপুর	বিআর ২২	১৮.০০	৫৪০০
		বিআর ২৩	৩২.০০	৯৬০০
৯	নেত্রকোনা	বিআর ২২	৫.০০	১৫০০
		বিআর ২৩	১০.০০	৩০০০
১০	চাঁদপুর	বিআর ২২	৩.০০	৯০০
১১	সিলেট	বিআর ২২	০.৬৭	২০১
১২	মৌলভীবাজার	বিআর ২২	১.০০	৩০০
১৩	হবিগঞ্জ	বিআর ২২	১.৩৩	৩৯৯
১৪	সুনামগঞ্জ	বিআর ২২	১.০০	৩০০
১৫	নওগাঁ	বিআর ২২	৫.০০	১৫০০
১৬	বগুড়া	বিআর ২২	৩.০০	৯০০
		বিআর ২৩	৪৩.০০	১২৯০০
		বিনা শাইল	১.০০	৩০০
		নাইজার শাইল	৩.০০	৯০০
১৭	পাবনা	বিআর ২২	৩.০০	৯০০
		বিআর ২৩	৭.০০	২১০০
১৮	সিরাজগঞ্জ	বিআর ২২	৫.০০	১৫০০
		বিআর ২৩	১৫.০০	৪৫০০
১৯	রংপুর	বিআর ২২	২.০০	৬০০
		বিআর ২৩	৩.০০	৯০০
২০	গাইবান্ধা	বিআর ২২	২৮.০০	৮৪০০
		বিআর ২৩	৭৪.০০	২২২০০
		নাইজার শাইল	৩.০০	৯০০
২১	কুড়িগ্রাম	বিআর ২২	২৩.০০	৬৯০০
		বিআর ২৩	৭১.০০	২১৩০০
		বিনাশাইল	৪.০০	১২০০
		নাইজারশাইল	৭.০০	২১০০
২২	লালমনিরহাট	বিআর ২২	১.৫০	৪৫০
		বিনাশাইল	১.৫০	৪৫০
২৩	নীলফামারী	বিআর ২২	১.০০	৩০০
		বিআর ২৩	১.০০	৩০০
		নাইজারশাইল	১.০০	৩০০
২৪	যশোর	বিআর ২২	১.০০	৩০০
		বিআর ২৩	১.০০	৩০০
২৫	ঝিনাইদহ	বিআর ২২	০.৫০	১৫০
		বিআর ২৩	১.০০	৩০০
২৬	কুষ্টিয়া	বিআর ২২	১.০০	৩০০
		বিআর ২৩	১.০০	৩০০
২৭	চুয়াডাঙ্গা	নাইজারশাইল	১.০০	৩০০
২৮	মাগুরা	নাইজারশাইল	১.০০	৩০০
২৯	ফরিদপুর	বিআর ২২	১.০০	৩০০
		বিআর ২৩	১.০০	৩০০
		বিনাশাইল	৩.০০	৯০০
		নাইজারশাইল	৩.০০	৯০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	জেলাওয়ারী	জাতওয়ারী বীজতলা তৈরির পরিকল্পনা (একর)	বীজের চাহিদা (কেজি)
৩০	মাদারিপুর	বিআর ২৩	২.০০	৬০০
		নাইজারশাইল	১.০০	৩০০
৩১	গোপালগঞ্জ	বিআর ২২	১.০০	৩০০
		বিআর ২৩	৩.০০	৯০০
		নাইজারশাইল	১.০০	৩০০
৩২	রাজবাড়ী	বিআর ২২	১.০০	৩০০
		বিআর ২৩	৪.০০	১২০০
৩৩	শরিয়তপুর	বিআর ২৩	২.০০	৬০০
		নাজিরশাইল	২.০০	৬০০
৩৩ জেলায় মোট			৫২৭.৫	১৫৮২৫০

০৫। জাতওয়ারী প্রয়োজনীয় বীজের পরিমাণ:

সারণী-৩

ক্রমিক নং	জাতের নাম	জাতওয়ারী আবদ পরিকল্পনা (একর)	জাতওয়ারী মোট বীজ (কেজি)
১	বিআর ২২	২৮২.০০	৮৪৬০০.০০
২	বিআর ২৩	১৯৩.০০	৫৭৯০০.০০
৩	নাইজারশাইল	৩৩.০০	৯৯০০.০০
৪	বিনাশাইল	১৯.৫০	৫৮৫০.০০
৫২১.৫০ একরের জন্য মোট বীজ		৫২৭.৫০	১৫৮২৫০.০০

০৬। জেলাসমূহের অনুকূলে কোডওয়ারী আর্থিক বরাদ্দের বিভাজন (টাকা)

সারণী-৪

ক্রমিক নং	জেলার নাম	জেলায় বীজতলার পরিমাণ (একর)	বীজে ও পরিমান (কেজি)	বীজ ও চারা: কোড নং- ৩২৫১১০৯	সার : কোড নং- ৩২৫১১০৫	অন্যান্য : কোড নং- ৩৬৩১১৯৯	মোট আর্থিক বরাদ্দ
১	ঢাকা	১.০০	৩০০	৩৭৫০০	২০০০.০০	১০০০.০০	৪০৫০০
২	গাজীপুর	৩.০০	৯০০	১১২৫০০	৬০০০.০০	৩০০০.০০	১২১৫০০
৩	মানিকগঞ্জ	৬.০০	১৮০০	২২৫০০০	১২০০০	৬০০০	২৪৩০০০
৪	টাংগাইল	২০.০০	৬০০০	৭৯৮০০০	৪০০০০.০০	২০০০০.০০	৮৫৮০০০
৫	কিশোরগঞ্জ	২.০০	৬০০	৭৫০০০	৪০০০.০০	২০০০.০০	৮১০০০
৬	ময়মনসিংহ	১৫.০০	৪৫০০	৫৬২৫০০	৩০০০০.০০	১৫০০০.০০	৬০৭৫০০
৭	জামালপুর	৭০.০০	২১০০০	২৬২৫০০০	১৪০০০০.০০	৭০০০০.০০	২৮৩৫০০০
৮	শেরপুর	৫০.০০	১৫০০০	১৮৭৫০০০	১০০০০০.০০	৫০০০০.০০	২০২৫০০০
৯	চাঁদপুর	৩.০০	৯০০	১১২৫০০	৬০০০	৩০০০	১২১৫০০
১০	সিলেট	০.৬৭	২০১	২৫১২৫	১৩৪০	৬৭০	২৭১৩৫
১১	মৌলভীবাজার	১.০০	৩০০	৩৭৫০০	২০০০	১০০০	৪০৫০০
১২	হবিগঞ্জ	১.৩৩	৩৯৯	৪৯৮৭৫	২৬৬০	১৩৩০	৫৩৮৬৫
১৩	সুনামগঞ্জ	১.০০	৩০০	৩৭৫০০	২০০০	১০০০	৪০৫০০
১৪	নওগাঁ	৫.০০	১৫০০	১৮৭৫০০	১০০০০	৫০০০	২০২৫০০
১৫	নেত্রকোনা	১৫.০০	৪৫০০	৫৬২৫০০	৩০০০০.০০	১৫০০০.০০	৬০৭৫০০
১৬	বগুড়া	৫০.০০	১৫০০০	১৮৮৪৬০০	১০০০০০.০০	৫০০০০.০০	২০৩৪৬০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	জেলায় বীজতলার পরিমাণ (একর)	বীজে ও পরিমান (কেজি)	বীজ ও চারা: কোড নং- ৩২৫১১০৯	সার : কোড নং- ৩২৫১১০৫	অন্যান্য : কোড নং- ৩৬৩১১৯৯	মোট আর্থিক বরাদ্দ
১৭	পাবনা	১০.০০	৩০০০	৩৭৫০০০	২০০০০.০০	১০০০০.০০	৪০৫০০০
১৮	সিরাজগঞ্জ	২০.০০	৬০০০	৭৫০০০০	৪০০০০.০০	২০০০০.০০	৮১০০০০
১৯	রংপুর	৫.০০	১৫০০	১৮৭৫০০	১০০০০.০০	৫০০০.০০	২০২৫০০
২০	গাইবান্ধা	১০৫.০০	৩১৫০০	৩৯৪৪৭০০	২১০০০০.০০	১০৫০০০.০০	৪২৫৯৭০০
২১	কুড়িগ্রাম	১০৫.০০	৩১৫০০	৩৯৬৩৯০০	২১০০০০.০০	১০৫০০০.০০	৪২৭৮৯০০
২২	লালমনিরহাট	৩.০০	৯০০	১১৬১০০	৬০০০.০০	৩০০০.০০	১২৫১০০
২৩	নীলফামারী	৩.০০	৯০০	১১৪৯০০	৬০০০.০০	৩০০০.০০	১২৩৯০০
২৪	যশোর	২.০০	৬০০	৭৫০০০	৪০০০.০০	২০০০.০০	৮১০০০
২৫	ঝিনাইদহ	১.৫০	৪৫০	৫৬২৫০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	৬০৭৫০
২৬	কুষ্টিয়া	২.০০	৬০০	৭৫০০০	৪০০০.০০	২০০০.০০	৮১০০০
২৭	চুয়াডাঙ্গা	১.০০	৩০০	৩৯৯০০	২০০০.০০	১০০০.০০	৪২৯০০
২৮	মাগুরা	১.০০	৩০০	৩৯৯০০	২০০০.০০	১০০০.০০	৪২৯০০
২৯	ফরিদপুর	৮.০০	২৪০০	৩১৪৪০০	১৬০০০.০০	৮০০০.০০	৩৩৮৪০০
৩০	মাদারিপুর	৩.০০	৯০০	১১৪৯০০	৬০০০.০০	৩০০০.০০	১২৩৯০০
৩১	গোপালগঞ্জ	৫.০০	১৫০০	১৮৯৯০০	১০০০০.০০	৫০০০.০০	২০৪৯০০
৩২	রাজবাড়ী	৫.০০	১৫০০	১৮৭৫০০	১০০০০.০০	৫০০০.০০	২০২৫০০
৩৩	শরিয়তপুর	৪.০০	১২০০	১৫৪৮০০	৮০০০.০০	৪০০০.০০	১৬৬৮০০
মোট		৫২৭.৫০	১৫৮২৫০.০০	১৯৯০৭২৫০	১০৫৫০০০	৫২৭৫০০	২১৪৮৯৭৫০

০৭। **বর্ণিত প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।**

০৮। **শর্তাবলী :**

(১) ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA-2006 এবং PPR-2008 অনুসরণসহ যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে ;

(২) এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা পরিহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

(৩) এ সাথে সংযুক্ত অনুমোদিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি মোতাবেক এ প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে ;

(৪) ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন ;

(৫) কোন অবস্থায়ই বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না।

(৬) অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জুন ২০২১ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কোডে সমন্বয় করতে হবে ;

(৭) জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ভিত্তিতে অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জুন/২০২১ তারিখের মধ্যে অথবা সংযুক্ত বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী যথাসময়ে সমন্বয় করবেন এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট অনুলিপি প্রেরণ করবেন। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা হতে সমন্বয়ের কপি সংগ্রহপূর্বক একত্রিত করে একটি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। এ বিষয়ে অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে নিষ্পন্ন হবে এবং প্রণোদনা কর্মসূচির যাবতীয় রেকর্ডপত্র অডিটের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্য সচিব ও উপজেলা কৃষি অফিসার এর কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকবে।

(৮) ২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ মৌসুমে সম্ভাব্য বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ জেলাসমূহের কৃষকের জমিতে কমিউনিটি ভিত্তিক রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন ও ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার (ডিএপি ও এমওপি) সরবরাহ/প্রদান করার নিমিত্ত কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং অত্র মঞ্জুরী আদেশে উল্লিখিত খাত ব্যতীত অন্য কোন খাতে এ অর্থ ব্যয় করা যাবে না এবং এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে ;

(৯) সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ষ্ট্যাম্প সাইজের ছবিযুক্ত কৃষক উপকরণ কার্ডের ভর্তুকি অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাষ্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কোন কৃষকের উপকরণ কার্ড না থাকলে সেক্ষেত্রে মাষ্টার রোলে কৃষকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নং, জাতীয় পরিচয় পত্র নং (যদি থাকে), স্ট্যাম্প সাইজের ছবির সংযুক্তকরণপূর্বক মাষ্টাররোলে সংরক্ষণ করতে হবে।

(১০) উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কৃষি সহায়তা উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং কৃষকের তালিকার ১ কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত কৃষকের তালিকার ১ কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন।

(১১) অব্যয়িত অর্থ ৩০ জুন, ২০২১ তারিখের মধ্যে বিধি মোতাবেক সরকারী কোষাগারে ফেরত প্রদান করতে হবে।

স্বাঃ—

(মো: মনিরুজ্জামান)
উপসচিব
ফোন নং ৯৫৪০৯৬৪

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০২৯.১৭.৯৫

তারিখ : ০১ শ্রাবণ ১৪২৭ / ১৬ জুলাই ২০২০

আদেশের ০৩ (তিন) কপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। আদেশের এক কপি পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করার জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ—

(মো: মনিরুজ্জামান)
উপসচিব
ফোন নং ৯৫৪০৯৬৪

নং

তারিখঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশের অনুলিপি প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর নিকট প্রেরিত হলো। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

উপসচিব
বাজেট-২০ শাখা
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০২৯.১৭.৯৫

তারিখ : ০১ শ্রাবণ ১৪২৭ / ১৬ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

০১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
০৪. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
০৫. মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬. অতিরিক্ত সচিব, সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭. উপসচিব, প্রশাসন-৪ (বাজেট) অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮. জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ৩৩টি জেলা)।
০৯. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ৩৩টি জেলা)।
১২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)।
১৩. জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট ৩৩টি জেলা)।
১৪. উপজেলা কৃষি অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)।
১৫. সহকারী প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৬. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৬/৭/২০২০

(মো: মনিরুজ্জামান)
উপসচিব
ফোন নং ৯৫৪০৯৬৪

৭/৭

বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ

১. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি যথাসম্ভব দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিবেন। বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ প্রদত্ত বিভাজন অনুযায়ী দ্রুত প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

২. কর্মসূচির আওতায় উৎপাদিত চারা বিতরণের পরিকল্পনা অনুয়ায়ী কৃষক নির্বাচন, অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত ও অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিয়ন্ত্রণে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে এই নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে।

৩. কর্মসূচিভুক্ত জেলাসমূহের উপপরিচালক, ডিএই এর তত্ত্বাবধানে আইপিএম ক্লাব, আইসিএম ক্লাব, সিআইজি, সিএসএফ এর কৃষকগণের সহায়তায় অথবা স্থানীয় কৃষকগণের সহায়তায় কৃষকের জমিতে কমিউনিটি আদর্শ বীজতলায় রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন করবেন।

৪. সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকগণ উপজেলা কৃষি অফিসারগণের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্মসূচির পরিকল্পনা মোতাবেক বীজতলা ও চারা তৈরি করবেন।

৫. বীজতলায় উৎপাদিত চারা জেলা কর্তৃক নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলার মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হবে।

৬. উপজেলা কৃষি পূনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকগণ এ আপদকালীন রোপা আমনের চারা সহায়তা পাবেন।

৭. এ কর্মসূচির আওতায় অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতিজন ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক পরিবার এক বিঘা জমিতে রোপণের জন্য বিনামূল্যে ১.৫০ শতক জমির রোপা আমন ধানের চারা পাবেন।

৮. এ কর্মসূচির আওতায় উৎপাদিত চারা বিতরণ সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি বীজতলা তৈরির স্থান বা এর পাশাপাশি কোন স্থানে করতে হবে। বিতরণকৃত চারা কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে প্রদান করা যাবে না বা এক জনের চারা অন্য জনকে প্রদান করা যাবে না।

৯. এ কর্মসূচির আওতায় সকল বীজতলার প্রয়োজনীয় রোপা আমন জাতের বীজ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) থেকে ক্রয় করতে হবে।

১০. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ষ্ট্যাম্প সাইজের ছবিযুক্ত কৃষক উপকরণ কার্ডের ভর্তুকি অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাষ্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কোন কৃষকের উপকরণ কার্ড না থাকলে সেক্ষেত্রে মাষ্টার রোলে কৃষকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নং, জাতীয় পরিচয় পত্র নং (যদি থাকে), স্ট্যাম্প সাইজের ছবির সংযুক্তকরণপূর্বক মাষ্টাররোলে সংরক্ষণ করতে হবে।

১১. সকল প্রকার ব্যয় ও সমন্বয় সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করে করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না।

১২. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসময়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত করতে হবে, কোনোভাবেই বিলম্বে গ্রহণযোগ্য হবে না। চারা বিতরণ শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে খরচের সমন্বয় বিবরণী মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

১৩. কর্মসূচির যাবতীয় সমন্বয় রেকর্ডপত্র অডিটের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা কৃষি অফিসার এর অফিসে সংরক্ষিত থাকবে।

১৯/৭/২০২০

মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব
সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ অনুবিভাগ
ফোন নং- ৯৫৪৬২৫৬